হারাম ও কবিরা গুনাহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ হারাম ও কবীরা গুনাহ্ পরিচিতি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ মোস্তাফিজুর রহমান বিন আব্দুল আজিজ আল-মাদানী

৭৭. শরীয়তের যে কোন দন্ডবিধি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করা

শরীয়তের যে কোন দন্ডবিধি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করা হারাম ও কবীরা গুনাহ্।

কোন ব্যক্তি কারোর ক্বিসাস্ অথবা দিয়াত বাস্তবায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করলে তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফিরিশ্তা ও সকল মানুষের অভিশাপ নিপতিত হয়।

আব্দুল্লাহ্ বিন্ আববাস্ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ قُتِلَ عِمِّيًّا أَوْ رِمِّيًّا بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصًا فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَإِ، وَمَنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ، وَمَنْ حَالَ دُوْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ.

"যার হত্যাকারীর পরিচয় মিলেনি অথবা যাকে পাথর মেরে কিংবা লাঠি ও বেত্রাঘাতে হত্যা করা হয়েছে তার দিয়াত হচ্ছে ভুলবশত হত্যার দিয়্যাত। তবে যাকে ইচ্ছাকৃত হত্যা করা হয়েছে তার শাস্তি হবে ক্বিসাস্। যে ব্যক্তি উক্ত ক্বিসাস্ বা দিয়াত বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে তার উপর আল্লাহ্ তা'আলা, ফিরিশতা ও সকল মানুষের লা'নত। তার পক্ষ থেকে কোন প্রকার তাওবা অথবা ফিদ্য়া (ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ করা হবে না। অন্য অর্থে, তার পক্ষ থেকে কোন ফরয ও নফল ইবাদাত গ্রহণ করা হবে না"। (আবূ দাউদ ৪৫৪০, ৪৫৯১ নাসায়ী : ৮/৩৯; ইব্নু মাজাহ্ ২৬৮৫)

আব্দুল্লাহ্ বিন্ 'উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ.

"যার সুপারিশ আল্লাহ্ তা'আলার কোন দন্ডবিধি প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করলো সে সত্যিই আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধাচরণ করলো"। (আবূ দাউদ ৩৫৯৭; আহমাদ ৫৩৮৫ ত্বাবারানী, হাদীস ১৩০৮৪ বায়হাক্বী ৮/৩৩২; 'হা'কিম ৪/৩৮৩)

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6751

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন